OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 649 - 658*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# শরৎ সাহিত্যের ভাষা-নির্মাণ শিল্প : কয়েকটি গল্পের নিরিখে

ড. ছন্দা ঘোষাল
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : chhandaghoshal.bengali@gmail.com

***Received Date*** *10. 04. 2025*
***Selection Date*** *23. 04. 2025*

***Keyword***
*Fictions of Saratchandra, plot, amazing characters, creation of plots, creation of characters, function of language, world literature.*

***Abstract***
*In respect of art, the best glory of author Saratchandra Chattopadhyay lies in creation of amazing characters of his fictions. In his fictions Saratchandra creats various amazing characters with his full sympathy, like leman male and female, teenagers, apathetic persons, hypocritical characters, daring youngster, sub-altern characters, even animal characters and they achieve eternal place in world literature. And unquestionably we can say that the language is the essential part of this creation. For analysis and description, we have selected here some stories like, 'Bindur Chele', 'Anuradha', 'Sati', 'Paresh', 'Bilasi', 'Mahesh', 'Lalu', 'Cheledhara', 'Bachar Panchash Purber Ekta Diner Kahini', 'Deogharer Smriti' etc., written by Saratchandra and we have observed here the function of language to creat the plots and characters of fictions in various points of views.*

## Discussion

অর্থনৈতিক কাঠামো তথা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল পারিবারিক কাঠামো। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের ফলে বদলে যায় পারিবারিক কাঠামোও। সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল কৃষি-ব্যবস্থার ওপর, যেখানে পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নির্ভরশীলতা ছিল চাষবাসকেন্দ্রিক। যে পরিবারে প্রধান অভিভাবক ছিলেন বাবা; বাবার অবর্তমানে মা কিংবা পিতৃতুল্য বড়দাদা। কৃষি-কাজে বাবা কিংবা বড়দাদাকে সাহায্য করতো সন্তান কিংবা কনিষ্ঠভাইয়েরা। তাই সম্পত্তি ছিল পারিবারিক প্রধানের মালিকানার অধীন। ফলে পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নির্ভরশীলতা ছিল পরিবারের ওপর। তাই বাবা-মায়ের সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বাবা-মা তথা পারিবারিক প্রধানের নির্বাচিত পাত্র-পাত্রীকে বিয়ে করে পরিবারের সঙ্গে সন্তানাদিসহ বসবাস করতো। এ পরিবার ছিল সমাজবিজ্ঞানী মারডক (Murdock) কথিত সম্প্রসারিত বা যৌথ পরিবার। সেখানে আত্মীয় বা রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও ক্ষেত্র বিশেষে রক্তের বাইরের সম্পর্কের লোকেরাও মাঝে মাঝে আশ্রয় পেত। (ঘোষ দস্তিদার, ২০০২ : ৩৫৮) কিন্তু ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের অভিঘাতে এই যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ধাক্কা খেল। কলকারখানা স্থাপন এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউরোপীয়দের উপনিবেশ স্থাপন তথা চাকরি-সৃষ্টি গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত হানল। কলকারখানায় উৎপাদিত মনোহারী পণ্যের অধিকারী হতে তথা জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে প্রয়োজন কাঁচা পয়সার। সেই পয়সার নাগাল পাওয়া যায় কলকারখানায়, অফিস-কাছারিতে চাকরি করলে। ফলে গ্রামীণ যৌথ পরিবারের আর্থিক পরাধীন সদস্যেরা

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

ক্রমে গ্রাম থেকে নগরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল চাকরি-সূত্রে। গ্রাম-কেন্দ্রিক যৌথ পরিবারে আছড়ে পড়ল নগর তথা বহির্বিশ্বের ঢেউ। আর্থিক সাবলম্বী সদস্যরা যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে গড়ে তুললো স্বনির্বাচিত ক্ষুদ্র-পরিবার বা নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। (ঘোষাল, ১৪২৭ : ২৮)

তবে শিল্প-কেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইউরোপ-আমেরিকার সম্প্রসারিত পারিবারিক কাঠামোয় যেভাবে আঘাত হেনেছিল, ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের কালেও ভারতবর্ষের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক কাঠামো এবং সামাজিক মূল্যবোধের কারণে বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক যৌথ পারিবারিক কাঠামোয় সেভাবে আঘাত হানতে পারেনি। তাই ব্রিটিশ তথা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিককালে রচিত হলেও বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে আমরা একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের-ই পরিচয় পাই।

প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' (১৯১৩) থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্রের আলোড়ন সৃষ্টিকারী রচনাগুলি যখন একে একে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে মানুষের মনে আগ্রহ ইতিমধ্যে আন্তরিক ও গভীর হয়েছে। দেশকে, দেশের মানুষকে যথার্থভাবে জানার ঐকান্তিক প্রেরণা জেগেছে। পুরনো সমাজ ও পুরনো ধরনের জীবনযাত্রার প্রতি তাঁদের মধ্যে একটি নস্টালজিক মোহাচ্ছন্নতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী 'ভারতী গোষ্ঠী'র কথাকারদের মধ্যে পুরনো সমাজ ও জীবনযাত্রার প্রতি এ ধরনের কোনো আগ্রহ বা মোহাচ্ছন্নতা দেখা যায়নি। বরং তাঁরা নতুন যুগোপযোগী ব্যক্তি-চেতনার বিচিত্র প্রকাশকেই গল্প, উপন্যাসে ধরতে চেয়েছেন। এতে পাঠক সমাজের বৃহত্তর অংশই পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেনি। আবার অন্যদিকে ছিলেন আর এক শ্রেণির লেখক — যাঁরা পুরানো জীবনধারাকে আশ্রয় করে রক্ষণশীল প্রাচীন প্রথানুসারী গল্প উপন্যাস লিখছিলেন। এঁদের জীবনদৃষ্টি ছিল রক্ষণশীল, পিছনের দিকে ফেরানো। জীবনের চলমান প্রবাহ সম্পর্কে এঁরা ছিলেন উদাসীন, অনাগ্রহী। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্য জগতে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। (রায়চৌধুরী, ২০০০:১০৪)

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রক্ষণশীল লেখকগোষ্ঠীর মতো প্রাচীন জীবনাদর্শের ও নীতিবোধের মহিমা কীর্তন করেননি। পাপপুণ্য ও সতীত্বের প্রচলিত মাপকাঠি দিয়ে মানুষকে বিচার করেননি। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে পুরনো জীবনচর্চার ও সামাজিক বিন্যাসের প্রতি তাঁর একধরনের সংবেদনা ছিল। সংবেদনশীল শিল্পীর মানবীয় দৃষ্টি দিয়ে পুরনো জীবন যাপন ও আমাদের সামন্ততান্ত্রিক একান্নবর্তী নিম্নমধ্যবিত্ত কৌম সমাজের স্বরূপটি উদঘাটন করতে চেয়েছেন তিনি। বস্তুত এই সমাজের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি এর প্রতি অনুরাগ ও সহানুভূতিও তাঁর রক্তের গভীরে। তাই সংস্কার-জীর্ণ এই সমাজের নিষ্ফলতা, ত্রুটি, অমানুষিক নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে সচেতন হয়েও তিনি এই সমাজের ধ্বংস কিংবা এর আমূল পরিবর্তন চাননি কখনও। ফলে তাঁর রচনায় এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত নারী-পুরুষের চারিত্রিক হীনতার পাশাপাশি চারিত্রিক মহিমাও পরিদৃশ্যমান। (রায়চৌধুরী, ২০০০ : ১০৭)

শিল্পকলার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক কৃতিত্ব চরিত্র নির্মাণে। হাওড়া-হুগলি-বর্ধমান আর মাঝে মধ্যে বার্মা অথবা বিহারের প্রবাসী বাঙালি সমাজের সীমায়িত প্রেক্ষাপটে মানব চরিত্রের যে বিচিত্ররূপ তিনি অঙ্কন করেছেন তা কম আশ্চর্যের নয়। তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে স্ত্রী-পুরুষ-শিশু-কিশোর, প্রেমময়ী নারী, আত্মভোলাপুরুষ, নিষ্ঠুর, কপট-নারী-পুরুষ, নির্ভীক যুবা-কিশোর, নিম্নবর্গীয় নারী-পুরুষ, এমনকি মানবেতর প্রাণীকেও সহানুভূতির স্পর্শে অমর সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। আর এই নির্মাণে ভাষা ব্যবহারের ভূমিকা যে সর্বাধিক তা বলাই বাহুল্য।

বিষয়টি প্রাঞ্জল করতে এখানে আমরা শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে', 'অনুরাধা', 'সতী', 'পরেশ', 'বিলাসী', 'মহেশ', 'লালু', 'ছেলেধরা', 'বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী', 'দেওঘরের স্মৃতি' প্রভৃতি গল্পে পটভূমি এবং চরিত্র নির্মাণে লেখকের ভাষাব্যবহারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

কথাসাহিত্যের লেখক যখন তাঁর রচিত কথায় কোনো চরিত্রসৃষ্টি করেন তখন সেই চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে বাস্তবিক বা শরীরী করে তোলার উদ্দেশ্যে চরিত্রটিকে কাহিনিধারার প্রথমে নিয়ে আসার মুহূর্তে তিনি নিজে চরিত্রটির অন্তর্গত এবং বাহ্যিক কিছু বৈশিষ্ট্যর বর্ণনা দিয়ে দেন। যেমন— চরিত্রটি লম্বা না বেঁটে, রোগা না মোটা, রাশভারি না চপল ইত্যাদি। কখনো আবার চরিত্রটির নিজস্ব কিছু আচরণ বা কথাবার্তা (আত্মকথন) সাজিয়ে দিয়ে তার শারীরিক এবং মানসিক

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

বৈশিষ্ট্য পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। কখনো আবার কাহিনির অপরাপর চরিত্রের সঙ্গে তার কথোপকথন এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েও চরিত্রটির আদলের একটি পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন। (সরকার, ২০০২:১৮৯)

তবে কাহিনির প্লটের প্রকৃতির উপর চরিত্র বর্ণনার ধরন নির্ভর করে। অর্থাৎ প্লটের ধরন অনুযায়ী কখনো চরিত্রের বাহ্যরূপের বর্ণনা প্রাধান্য পায়, কখনো বা বাহ্যরূপের বর্ণনা গৌণ থেকে চরিত্রের আন্তররূপ ও তজ্জনিত আচার-আচরণের বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করে চরিত্রের ক্রমবিবর্তিত প্রকৃতি উন্মোচনার্থে। কোনো চরিত্রকে ব্যক্ত করতে বা তার চারিত্রিক পরিবর্তনকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে লেখক হয় প্রত্যক্ষ বর্ণনা বা চরিত্রটির কথাবার্তা-আচার-আচরণ, কাজকর্মের ধরন বদল করার মতো পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

তাই কোনো চরিত্রের গঠন বুঝতে তার নিজস্ব কথন বা অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে পারস্পারিক সংলাপ নির্মাণ কথাসাহিত্যের একটি অন্যতম উপায় বা মাধ্যম।

শরৎচন্দ্রের কথাশিল্পের আবেদন মানুষের হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। মানবমনের চিরন্তন যে মায়ামমতা, স্নেহপ্রীতি, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সঞ্জাত আবেগ তাকেই শিল্পরসে জারিত করে পাঠকের আস্বাদনপাত্রে পরিবেশন করে গেছেন তিনি। আর মানব হৃদয়ের এই দিকটিকেই বড় করে দেখাতে চেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর রচনায় সরল-উদার, পরোপকারী কোমলস্বভাব চরিত্রের পাশাপাশি Binary Contrast রূপে কপট-ক্রূর, সুযোগসন্ধানী, নিষ্ঠুর স্বভাব চরিত্রদেরও নির্মাণ করেছিলেন। তবে তাঁর ভালোবাসা, সমবেদনা প্রথম পক্ষের চরিত্রগুলির উপর বর্ষিত হয়েছিল বলে তাঁর সাহিত্যে তারা যতটা স্থান পেয়েছে দ্বিতীয় পক্ষের চরিত্রগুলিকে তিনি খুব সামান্যই স্থান দিয়েছেন।

আলোচ্য গল্পগুলিতে বর্ণনার ভাষা নির্মাণে শরৎচন্দ্র কয়েকটি রীতি গ্রহণ করেছেন। ১) যেখানে লেখক কথক হিসেবে সরাসরি নিজে ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনা দিচ্ছেন সেখানে তাঁর অবলম্বন দীর্ঘ সমাসবহুল তৎসম শব্দ পরিহারী সাধু অথবা চলিত বাংলা আর ২) যেখানে চরিত্র নিজের কথা নিজে বলছে বা অন্যান্য চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনে কাহিনি প্রবাহিত হয়ে চলে সেক্ষেত্রে তিনি মান্যচলিতের মধ্যে হাওড়া-হুগলির কথ্য উচ্চারণ মিশিয়ে একধরনের ঔপভাষিক বিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। এছাড়া আছে ৩) চরিত্রগুলির অঙ্গভাষা এবং ৪) অধিধ্বনিগত প্রায়ভাষা। ৫) এর অতিরিক্ত আছে উপলক্ষ্য অনুসারী ভাষার কোড মিক্সিং এবং কোড শিফটিং ৬) আর আছে ধর্ম-লিঙ্গ-বয়স-শিক্ষা-পেশা অনুসারী সামাজিক শ্রেণি উপভাষা।

চরিত্রগুলির আন্তর গঠন-ই পাঠকের সামনে তুলে ধরা তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়ায় শরৎচন্দ্র তাঁর কথাসাহিত্যে চরিত্রগুলির বাহ্যরূপের বর্ণনা প্রায় গৌণ রেখেছেন। যৎসামান্য বাহ্যরূপের বর্ণনা যেখানে দিয়েছেন তা চরিত্রগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত নয়। বড়োজোর পরিস্থিতি প্রকাশের সহায়ক হয়েছে। যেমন—

**১. লেখককৃত বর্ণনার ভাষা –**

i) চরিত্রের বাহ্যরূপের বর্ণনা :

ক) বিন্দুবাসিনী অসামান্যা রূপসী। প্রথম যেদিন সে এই অতুল রূপ ও দশ সহস্র টাকার কাগজ লইয়া ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিন বড়বৌ অন্নপূর্ণার চোখে আনন্দাশ্রু বহিয়াছিল। কিন্তু দুদিনেই তাঁহার এ ভুল ভাঙ্গিল। দুদিনেই টের পাইলেন, ছোটবৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে, তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার-অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে।' (বিন্দুর ছেলে) — সমগ্র গল্পে কিন্তু রূপের জন্য বিন্দুবাসিনীর কোনো চারিত্রিক বিকার দেখা যায় না। বরং তার ভেতরের মাতৃসত্তাকে লালন করতে গিয়ে সে তার বাহ্যরূপকে কোনো দিনই আমল দেয়নি। তাই তার ননদ এলোকেশীর ছেলে খেমটাদলের নর্তকীদের রূপকে তার রূপের সঙ্গে তুলনা করলে সে রেগে ওঠে। এবং বিন্দুর বড়জা অন্নপূর্ণাও এলোকেশীর কাছে বিন্দু সম্পর্কে অনুযোগ করে বলে— 'অত চুল তা বাঁধবে না, অত কাপড় গয়না তা পরবে না, অত রূপ তা একবার চেয়ে দেখবেনা।'

খ) পথচারীদের ঠেঙিয়ে সর্বস্ব অপহরণকারী ঠ্যাঙাড়ের বর্ণনা— i) 'তার মূর্তি দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। মুখে তার কালি মাখানো, তাতে সাদা সাদা চুনের ফোঁটা দেওয়া। যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া।'

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

ii) 'যে দুর্বল সিং — দুদিন হয়তো পেটে একমুঠো অন্নও নেই — আবার পথে এসেছে লোক ঠ্যাঙাতে'। (বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী) — গল্পের কথক এবং প্রধান চরিত্র নয়নছাতির কথনে উনিশ বিশ শতকের বাংলার অতি দুর্ধর্ষ ঠ্যাঙাড়ের যে দৈহিক রূপের বর্ণনা পরিস্ফুট হয়েছে তার সঙ্গে তার বৃত্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই। বরং চেহারার সঙ্গে তার কর্মের যে কন্ট্রাস্ট লেখক তৈরি করেছেন — তাতে ওই রকম হীনবৃত্তি গ্রহণের প্রেক্ষাপট সুপরিকল্পিতভাবে সুস্পষ্ট করে এই হীনবৃত্তিধারীদের প্রতি পাঠকের অন্তরে একরকম সমবেদনা, করুণার উদ্রেক করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক।

ii) পটভূমির বর্ণনা -

ক) সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দের বাহুল্য বর্জিত সাধু ভাষায় -

'বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। ...ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ি।' [মহেশ] — এই বর্ণনায় ক্রিয়ার দীর্ঘরূপ আর সম্মুখ, ধরিত্রী, নিরন্তরের মতো কয়েকটি তৎসম শব্দের ব্যবহার ছাড়া ভাষা প্রায় কথ্য রীতিতুল্য।

খ) শরৎচন্দ্র তাঁর শেষ পর্বের রচনা 'ছেলেবেলার গল্প' গ্রন্থে শিশু-কিশোরদের জন্য যে গল্পগুলি লেখেন তার ভাষাবর্ণনা রীতি সামগ্রিক ভাবেই চলিত রীতির। বোধহয় সে সময় রবীন্দ্রনাথ, প্রথম চৌধুরীর সচেতন প্রয়াসে বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমী সাধু গদ্যের প্রচলিত বর্ণনা রীতিকে পাশে সরিয়ে দিয়ে সাহিত্যের বর্ণনার ভাষায় চলিত রীতির চাল চালু হয়েছিল বলে। যেমন— 'ঠ্যাঙাড়ের কথা শুনেছে অনেকে এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেচেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও পশ্চিম বাঙলায়, অর্থাৎ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল খুব বেশী।' [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

**২. প্রত্যক্ষ সংলাপে চরিত্র বর্ণনার ভাষা** -

ক) চরিত্রের আত্মকথন—

i) নির্মলা ঘর হইতে বাহির হইয়া কহিল, আমি যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হই, আমার নোয়া-সিঁদুর ঘুচোবে সাধ্যি কার? [সতী] – কথ্য বাংলা

ii) খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ – করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল – তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েছে – তাকে? [লালু] – কথ্য বাংলা

iii) বড় মিঞা চোখ টিপে বললে, চুপ চুপ বাবু, থানার দারোগা শুনতে পেলে আর রক্ষে থাকবে না। বীরনগর গ্রামখানাই যে দু-ভায়ে দখল করে দিয়েছি, এ যে তারা জানে। কেউ চিনতে পারেনি বলেই তো সে-যাত্রা বেঁচে গেছি। [ছেলেধরা] – মান্য বাংলা

**খ) ভিন্ন চরিত্রের কথনে উদ্দিষ্ট চরিত্রের বর্ণনা—**

i) খুড়ো লালুর উদ্দেশ্যে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম। যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন? আমি হলে বজ্রাঘাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না। [লালু] (মান্য বাংলা)

ii) হীরু বললে, এদেশে কেনা জানে, তোমাদের দু-ভায়ের কথা! লাঠির জোরে বিশ্বাসদের কত জমিদারি হাসিল করে দিয়েছ — তোমরা মনে করলে পার না কি! [ছেলেধরা] [মান্য বাংলা]

iii) কে একজন বুদ্ধিমান বললে, ছেলে বোধহয় ও পাঁকে পুঁতে রেখেচে। রাত্তিরে তুলে নিয়ে যাবে। বলি দিয়ে পুলের তলায় পুঁতবে। [ছেলেধরা] – কথ্য বাংলা।

**৩. বিবৃতির ভাষায় ঔপভাষিক বিচ্যুতি** -

ক) অতীতকালে উত্তম পুরুষে ক্রিয়ায় 'আম্' এর পরিবর্তে 'উম্' বিভক্তি -

i) এমন সময় আমি যাচ্ছিলুম সেই পথে – হাঙ্গামা শুনে নেমে এলুম পুকুর ধারে। [ছেলেধরা]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

ii) বললুম, ছাড় ওকে। লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলুম। [ছেলেধরা]

iii) এটা রেখে দিলুম।[ঐ]

খ) অতীতকালে প্রথম পুরুষে ক্রিয়ায় 'ও' এর পরিবর্তে 'এ' বিভক্তি

i) কে একজন বুদ্ধিমান বললে। [ছেলেধরা]

ii) ভূত আমাকে খেয়ে ফেললে। [„]

iii) ঘোষাল তাকে ছেড়ে দিলে — শুধু তার সেই পাকা লাঠিটি কেড়ে নিয়ে বললে। [ছেলেধরা]

গ) গৌণ কর্মে 'কে' এর পরিবর্তে 'রে' বিভক্তি—

i) তখন দুজনে মিলে তারেও ঠেঙিয়ে মারবো। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) নয়ন টান মেরে তারে তুলে দাঁড় করালে। [ঐ]

iii) —চলো, ওরে বেঁধে নিয়ে থানায় ধরিয়ে দিই গে।[ঐ]

iv) —ওরে ধরে আনো নয়নদা।[ঐ]

v) এক ব্যাটারে পেয়েচি দাদাভাই।[ঐ]

ঘ) যৌগিক কালের ক্রিয়ারূপে 'ছ'-এর পরিবর্তে 'চ'-এর ব্যবহার

i) অনেক দেরি হয়ে গেল, ঠাকুরমা ভাবচে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) আমি এখনই দুএক ব্যাটাকে ধরে আনচি। [„]

iii) তখনও দুকানে বাজচে। [„]

iv) আবার নড়চে। [লালু]

ঙ) সমাপিকা ক্রিয়ার পরে অসমাপিকা ক্রিয়া রূপ 'গে' এর ব্যবহার—

i) বিলাসী বলিত, করুক গে সবাই। [বিলাসী] — (গিয়া করুক> করুক গিয়া>করুক গে)

ii) বেঁধে নিয়ে থানায় ধরিয়ে দিই গে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

iii) বাড়ী থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসি গে। [পরেশ] — (গিয়া> গিয়ে নিয়ে আসি > নিয়ে আসি গিয়ে > নিয়ে আসি গে।)

চ) নঞর্থ 'না' এর পরিবর্তে 'নে' অব্যয়ের ব্যবহার—

i) ওরে নির্মল, ...পালাস নে রে। [লালু]

ii) ওর কিছু আমরা চাই নে। [পরেশ]

iii) এখনো তেমন বোষ্টম হতে তুই পারলি নে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ছ) অধিকরণ কারকে এ, তে বিভক্তির পরিবর্তে 'কে' বিভক্তির ব্যবহার — 'উঠে ঘরকে যা।' [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

জ) ক্রিয়া বিশেষণ 'জো' (<সুযোগ/ জোর) - এর ব্যবহার —

i) ছোটবৌকে শাসন করিবার জো ছিল না। [বিন্দুর ছেলে]

ii) সে কথা কারো বলবার জো নেই। [বিন্দুর ছেলে]

iii) শান্তিতে একমুঠো খাবারও জো নেই। [সতী]

iv) তোমাকে যে সে জিনিস দেখাবার জো নেই... ।[অনুরাধা]

**৪. চরিত্রের অঙ্গভাষা -**

কথাকারদের চরিত্র নির্মাণের আর একটি দিক হলো সংলাপের আগে বা পরে চরিত্রের কথা বলার ধরন বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি বিবৃত করা। শরৎচন্দ্রও এই রীতির ব্যত্যয় ঘটাননি। এগুলিকে অঙ্গভাষা বা পরোক্ষ ভাষা বলা চলে। যেমন—

ক)

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

i) খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, (লালু) — [ভয়কে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে]

ii) খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে? [ভয়কে গোপন করার প্রচেষ্টা]

iii) এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল। [লালু]

iv) কনকনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন। [লালু]

v) পণ্ডিতমশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, (লালু), [মনের দ্বিধা কাটিয়ে]

vi) এ-হাতের টাকা ঝনঝন করে ও-হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে, [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী] [প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে]

vii) উমা চকিত হইয়া কহিল, (সতী)

viii) বিন্দু হাসিল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, (বিন্দুর ছেলে) – (আশঙ্কার দ্যোতনাবাহী)

ix) এলোকেশী সগর্বে পুত্রের মুখের দিকে একবার চাহিয়া বিন্দুকে বলিলেন, [বিন্দুর ছেলে]

x) বিন্দু জিদ করিয়া বলিল, [ঐ]

xi) অমূল্য ভয়ে নীল বর্ণ হইয়া বলিল, [ঐ]

xii) যাদব হাতের নলটা ফেলিয়া দিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, (ঐ)

xiii) অন্নপূর্ণা রাগিয়া গিয়া বলিলেন। (ঐ)

xiv) বলিয়া সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। (ঐ)

xv) অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন— (বিন্দুর ছেলে)

xvi) অন্নপূর্ণা তাহার-কানের উপর মুখ রাখিয়া চুপি চুপি বলিলেন, (,)

xvii) উমা শশব্যস্ত হইয়া উঠিল — আমার মাথা খাও দাদা, উঠো না। (সতী)

xviii) হরিশ বিদ্যুৎ-বেগে আসন ছাড়িয়া উঠিল — নাঃ শান্তিতে একমুঠো খাবারও জো নেই। (সতী)

xix) হরিশ চোখ রাঙাইয়া লাফাইয়া উঠিল — বেশ করি বলি। আমার খুশি। (সতী)

এখানে লক্ষণীয় শেষোক্ত এই উক্তিগুলির আগে পরে প্রথাগত রীতিতে বলিল, কহিল, বলিয়া, কহিয়া ক্রিয়ারূপ নেই।

খ) শরৎচন্দ্র আর এক রীতির সংলাপ রচনা করেছেন যেখানে আবেগের তীব্রতা বোঝাতে বাক্যটি অসম্পূর্ণ রেখেছেন—

i) আত্মঘাতী না হলে আর—, বলিতে বলিতে দ্রুত বেগে (হরিশ) বাহির হইয়া গেল। (সতী)

ii) বিধবা নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, ...এ কি দুর্নাম দেওয়া–একি আমার–। (সতী)

গ) এছাড়া আছে মানবেতর প্রাণীর অঙ্গভাষা — i) 'প্রত্যুত্তরে সে শুধু ঘন ঘন ল্যাজ নাড়লে' (দেওঘরের স্মৃতি)

ii) 'মহেশ প্রত্যুত্তরে শুধু গলা বাড়াইয়া আরামে চোখ বুজিয়া রহিল।' (মহেশ)

**৫. Para Language বা প্রায় ভাষার ব্যবহার -**

আর একধরনের বর্ণনা হল সংলাপের আগে বা পরে — এগুলি হলো কথার স্বরভঙ্গি বা নানা আবেগ প্রসূত স্বরের উত্থান-পতনের বর্ণনা — ভাষাবিজ্ঞানে যেগুলির পরিচিতি অবিভাজ্য ধ্বনি বা অধিধ্বনি হিসেবে। যেগুলি প্রায়ভাষা স্তরের — যেগুলি মানুষের মনের বিচিত্র আবেগের সুপরিবাহী। শরৎচন্দ্রের গল্পে এর ব্যবহার—

ক)

i) বিন্দু মৃদুস্বরে বলিল, (বিন্দুর ছেলে)

ii) বিন্দু রুক্ষস্বরে বলিল, (,,)

iii) বিন্দু গর্জন করিয়া বলিল, (,,)

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

iv) মাধব ...শুষ্কস্বরে বলিল (,,)

v) স্ত্রী স্নিগ্ধস্বরে জবাব দিল, (সতী)

vi) লেপকাঁথা জড়ানো মড়া ...ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, (লালু)

vii) কাঁদ কাঁদ হয়ে বললাম, (বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী);

viii) ভয়ে ভয়ে বললাম, (ঐ)

ix) নয়নচাঁদ দাঁত কড়মড় করে বললে, (ঐ)

x) নয়ন চেঁচিয়ে বললে, [দূরত্ব জ্ঞাপক] (ঐ)

খ) আর একধরনের প্রায় ভাষার বর্ণনা শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে পাওয়া যায়, যেখানে লেখক নিজে তার বর্ণনা না দিয়ে অন্য চরিত্রের অনুভবের মধ্যে দিয়ে তা ব্যক্ত করেন। যেমন—

i) বললে, দেরি কোরো না দাদা, মাথা তাক করে মারো। ...নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) না, এমনি। চলো যাই — আমি ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম নয়নদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ। (ঐ)

গ) আর একধরনের প্রায় ভাষার ব্যবহার শরৎচন্দ্র করেছেন—যেখানে কণ্ঠস্বর বা উচ্চারণের ধরন বর্ণনা না করে সরাসরি সংলাপে বিশেষ ধ্বনি যোজনা করে কণ্ঠস্বরের ধরনটি বুঝিয়েছেন। যেমন—

i) নাঃ ভয় কি! এই যে হাতে লাঠি রইল। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী] এখানে 'না' ধ্বনিতে বিশেষ স্ট্রেস বা জোর দিয়ে লেখক চরিত্রটির কণ্ঠস্বরে জোর করে সাহস সঞ্চারের চেষ্টাকে তুলে ধরেছেন।

ii) 'না নয়ন দা, না, মেরো না।' — 'না' ধ্বনির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ব্যাকুল মিমতির সুর পরিস্ফুট হয়। (ঐ)

**৬. রেজিস্টার বা উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষায় কোড-মিক্সিং এবং কোড শিফটিং -**

**ক) কোড মিক্সিং বা বুলি মিশ্রণ :**

i) (বার - লাইব্রেরির সদস্য) ব্রজেন্দ্র কহিলেন, হরিশ...তোমার উচিত তোমার এই রিকভারি সম্বন্ধে একটা আর্টিকেল লিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপিয়ে দেওয়া। (সতী)

ii) বীরেন (উকিল) কহিল, ...সেদিন গোঁসাইবাবুর বিধবা পুত্রবধূর সম্বন্ধে যে স্ক্যাণ্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তোমরা তা বিশ্বাস করলে না, ...আমি এমন অনেক জিনিস জানতে পারি তোমরা যা ড্রিম কর না। (সতী)

iii) ব্রজেন্দ্র বলিল, উঃ- হরিশটা কি স্কাউন্ড্রেল! (সতী)

iv) বৃদ্ধ তারিণী চাটুয্যে ...কহিলেন, আমার ত মাথার চুল পেকে গেল, কিন্তু ক্যারেক্টারে কেউ কখনো একটা স্পট্ দিতে পারলে না। (সতী)

v) যোগীনবাবু কহিলেন, ...গভর্নমেন্টে বোধ করি মুভ করা উচিত। (সতী)

খ) কোড শিফটিং বা বুলি লম্ফন :

i) ভক্ত বীরেন বলিলেন, অ্যাবসোলিউট্‌লি নেসেসরি! (সতী)

ii) ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? (মহেশ)

**৭. সামাজিক শ্রেণি উপভাষা -**

সামাজিক শ্রেণিভেদ অনুযায়ীও মানুষের মুখের ভাষায় বৈচিত্র্য ঘটে। আর একজনের মুখের ভাষা শুনেই ধারণা করা যায় তার পেশা, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, শিক্ষাগত শ্রেণিভেদ সম্পর্কে। সামাজিক শ্রেণির ভাষাগত এই বৈচিত্র্য সম্পর্কে সমাজ ঘনিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ লেখক শরৎচন্দ্র যে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তা তাঁর সৃষ্ট বিবিধ পেশা, ভাষা, বয়স, ধর্ম, লিঙ্গ, শিক্ষগত মানের চরিত্রগুলির মুখের ভাষা ব্যবহার থেকেই বোঝা যায়। যেমন—

ক) পেশাগত ভাষা -

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

(১) নাপিতের ভাষা -

i) কিন্তু আজ কি বার? তোমার ছোটমা হুকুম না দিলে ত ছাঁটতে পারিনে দাদা! (বিন্দুর ছেলে)

ii) বড় শক্ত ফরমাস হয়েচে মা, ...এমনি করে ছাঁটতে হবে, ওকি আমি পারব! (বিন্দুর ছেলে)

(২) কৃষকের ভাষা -

i) 'কাহন খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশায় সব ধরে রাখলেন।' (গফুর/মহেশ)

ii) 'বিঘে-চারেক জমি ভাগে চাষ করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা।' (ঐ)

(৩) মোটরগাড়ির চালকের ভাষা -

i) নেহি মাইজী, স্টেশনসে আতেহেঁ। (আব্দুল সোফার/সতী)

ii) কলকাতাসে এক মাইজী আউর বাচ্চা আয়া। (ঐ)

(৪) পারিবারিক চিকিৎসকের ভাষা -

i) 'বোধ হয় সমস্ত আফিঙটাই বার করে ফেলা গেছে, —বৌমার জীবনের আর কোন শঙ্কা নেই।' (সতী)

(৫) সাপুড়ের ভাষা

i) ওরে কেউটে তুই মনসার বাহন—/মনসা দেবী আমার মা—/ওলট পালট পাতাল- ফোঁড়—/ঢোঁড়ার বিষ তুইনে, ...(বিলাসী)

(৬) দাস-দাসীর ভাষা -

i) 'কিছু তাড়াতাড়ি নেই বড়বাবু, বেলা হোক না, —আপনি বরঞ্চ আজ গঙ্গাস্তান করে আসুন।' (পরেশ)

ii) 'রান্নার সমস্ত যোগাড় করে দিয়েছি বড়বাবু।' (দাসী/পরেশ)

iii) 'লালুবাবু কোঠি মে নেহি হ্যায়।' (হিন্দুস্থানী দারোয়ান/লালু)

(খ) বালকের ভাষা -

i) খুন করলে ফাঁসি হয় আমাদের পড়ার বইয়ে লেখা আছে। [বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী]

ii) আচ্ছা নয়দা, ওরা ফিরে গিয়ে আবার তো মানুষ মারবে? (অল্প বয়সের অপার কৌতূহল) (ঐ)

iii) কি শেষ হলো নয়নদা? („)

iv) অমূল্য বলিল, দিদি অত হাসচে কেন? আমি ত আর ইস্কুলে যাব না। (বিন্দুর ছেলে)

v) অমূল্য পিঠ ছাড়িয়া দিয়া রাগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি কি কানা? চোখে দেখতে পাও না? (ঐ)

vi) বেশ যাত্রা ছোটমা। কাকা, আজ সন্ধ্যার সময় আবার চমৎকার খেমটার নাচ হবে। কলকাতা থেকে দুজন এসেচে, নরেনদা দেখেছে, ঠিক ছোটমার মত-খুব ভাল দেখতে— তারা নাচবে, বাবাকেও বলেচি। (বালোকোচিত সারল্য) (ঐ)

(গ) নারীর ভাষা -

i) 'তবে যদি বললে ত বলি, বড়বৌ, অমূল্যটিই তোমার কচি খোকা, আর আমার নরেনই কি বুড়ো? আর ও-কি কখনও বড়লোকের ছেলে চোখে দেখেনি গা, এইখানে এসে দেখচে?' (বিন্দুর ছেলে/এলোকেশী)

ii) হাঁ ঠাকুরঝি, আজ দিদির মাথাটা বেঁধে দাও— (বিন্দুর ছেলে)

iii) হাঁ লা তোর জন্যে কি কুটুম-কুটুম্বিতেও বন্ধ করতে হবে? (ঐ)

iv) না ঠাকুরপো, তোমরা আর কোথাও গিয়ে থাক গে না হয়। (ঐ)

v) শুধু মুখপোড়া, মাস্টারের জন্যই হচ্চে না। তার সর্বনাশ হোক, বাছাকে সে যে কি বিষ-নজরেই দেখেচে, তা সেই জানে। ...হিংসে করে বছরের পর বছর একটা কেলাসেই ফেলে রেখেচে। (ঐ)

vi) আমার দিব্যি রইল বড়দি। (ঐ)

vii) ঐ বুড়ো মিনসেই আদর দিয়ে তোর মাথাটা খেলে। (ঐ)

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

viii) বঠ্ঠাকুর আমার মাথাটা কেটে নেবে। (ঐ)

ix) কি কপাল নিয়েই জন্মেছিলি, মাইরি...। (ঐ)

ঘ) বিশেষ ধর্মের ভাষা -

i) নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যতখুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। ...যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না। (মহেশ/ গফুর চাষি)

ঙ) সামাজিক সম্পর্কের ডিসকোর্সের (Discourse) ভাষা :

i) ভাসুর-ভাদ্রবউ সম্পর্কের ডিসকোর্স- ক) যাদব (ভাসুর) কষ্টে চোখ খুলিয়া বলিলেন, কে ও? অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন ছোটবৌ (ভাদ্রবউ) কি বলতে এসেচে, শোন। ...ছোটবৌ কথা কহিল না, তাহার হইয়া অন্নপূর্ণাই বলিয়া দিলেন, ...। (বিন্দুর ছেলে)

ii) গুরুচরণ ব্যস্ত হইয়া পরেশের (অনুজ পুত্র) ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, ... ছোট বধূমাতার (ভাদ্রবউ-এর) বাপের বাড়ির দাসী পথ আটকাইয়া বলিল, আপনি ঘরের ভেতরে যাবেন না।

যাব না? কেন?

ঘরে মা বসে আছেন।

তাঁকে একটুখানি সরে যেতে বল না ঝি। (পরেশ)

এছাড়া শেষপর্বের লেখায় রবীন্দ্র-প্রমথনাথের স্টাইল অনুসারী বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠনের বিচ্যুতিও কিছু কিছু ঘটিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। যেমন—

ক) বাংলা বাক্যের আদর্শ গঠন কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া এই ফর্মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে শরৎচন্দ্র বাংলা বাক্যের গঠনে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন। দৃষ্টান্ত—

i) ঝুলি ঝেড়ে তারা খুঁজে দেখছিল কি আছে। [তারা ঝুলি ঝেড়ে কি আছে খুঁজে দেখছিল। (কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া > কর্ম + কর্তা + ক্রিয়া)] (বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী)

ii) নয়ন টান মেরে তারে তুলে দাঁড় করালে। [(আদর্শ গঠন— নয়ন তাকে টান মেরে তুলে দাঁড় করালে। (কর্ম + অস. ক্রি + সমা.ক্রি)] (ঐ)

iii) নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে। [আদর্শ গঠন— অসমাপিকা + সমা. > সমাপিকা + অসমাপিকা] (ঐ)

iv) না নিলেন পিসীমা, না নিলে তোমার মেজবৌয়ের ভাইয়ের দল পথে। [আ.গ— পিসীমা নিলেন না, তোমার মেজবৌয়ের ভাইয়ের দল পথে নিলে না।] (ঐ)

v) কে দাঁড়িয়ে ওখানে? [আ.গ.— কে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে/আছো] এখানে অসমাপিকার পূর্বস্থাপনা এবং সমাপিকার বিলোপন ঘটানো হয়েছে। (ঐ)

পরিশেষে বলতে হয় শরৎচন্দ্রের স্টাইলের আসল বিশেষত্ব হলো সহৃদয় হৃদয়সম্বাদী পাঠকের হৃদয়কে করুণায়, সমবেদনায় উদ্বেল করে তোলার মুন্সীয়ানায় — যা তাঁর সমসময় বা পূর্বাপর খুব কম লেখকই পেরেছেন। আর এখানেই তিনি তৈরি করে ফেলেন তাঁর নিজস্ব এক micro-grammar — যা তাঁর অনুজ লেখকদের অনুসরনীয় হয়।

## Reference:

১. ঘোষ দস্তিদার, মৃণালকান্তি (২০০২) : সমাজবিজ্ঞান বিচিত্রা, নিউসেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৩৫৮

২. ঘোষাল, ছন্দা (১৪২৭) : আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য : সমালোচনা ও শৈলী, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ. ২৮

৩. সরকার, পবিত্র (২০০২) : গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১৮৯

৪. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ (২০০০) : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাঙলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১০৪, ১০৭

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 73*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 649 - 658*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

**সংক্ষেপণ :** আ.গ — আদর্শ গঠন
অস. ক্রি — অসমাপিকা ক্রিয়া
সমা. ক্রি — সমাপিকা ক্রিয়া